প্রথম আলো পাঁচমিশালি

হঠাৎ রাস্তায় বাংলাদেশি মুখ!

ইকবাল হোসাইন চৌধুরী | আপডেট: ০০:৫৬, জুন ১১, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

‘চল, এই ট্রেনটাই। আমি শিয়োর।’ বলল এরিক। পুরো নাম এরিক বার। লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউডের বাসিন্দা। বলা যেতে পারে, এরিক আমার পথের বন্ধু। দুই দিন আগে ইতালি-ফ্রান্স সীমান্তে ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয়। ইতালির মনেলিয়ায় এসে দুজন উঠেছি একই হোটেলে। দুজনেরই গন্তব্য চিংকুয়ে তেরে। চিংকুয়ে তেরে ইতালির অদ্ভুত সুন্দর কিছু গ্রাম। সেই গ্রামে যাব বলে বেরিয়েছি। ট্রেনের দেখা নেই। মনেলিয়া মূলত পর্যটকদের জায়গা। শহর থেকে দূরে বলে ট্রেন এখানে খুব সময় মেনে চলে না। কাছের রাস্তাও যেতে হয় ভেঙে ভেঙে। সেদিন ২৩ মে শেষমেশ একটা ট্রেন মিলল। আমরা অপেক্ষমাণ একদল প্রবীণের ভিড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে উঠে বসলাম এবং উঠেই মনে হলো, বিরাট একটা ভুল হয়ে গেছে। ট্রেনের টিকিট কাটা হয়নি। কী মুশকিল! ইতালির এই দূর প্রান্তসীমায় এসে যদি বিনা টিকিটের যাত্রী হয়ে জরিমানা দিতে হয় ইজ্জত নিয়ে টানাটানি। এরিক অবশ্য বিষয়টাকে মোটেও পাত্তা দিল না, ‘আমরা মাত্র দুটো স্টেশন পরই নেমে যাব। চিন্তা নেই।’ বলতে বলতে সে রাস্তার দুই পাশে ছবি তোলায় মন দিল। মনের খুঁতখুঁত নিয়ে সিটে বসব কি বসব না করছি, এর মধ্যে কানে যেন মধুবর্ষণ করলেন কেউ একজন। ‘ভাই, কেমন আছেন?’ আহারে! বাংলা ভাষা এত সুন্দর। ধাই করে পেছনে ফিরলাম। না, আমাকে বলা হয়নি কথাটা। পেছনের সিটে বসে একজন মানুষ কথা বলছেন মুঠোফোনে। ভদ্রতার তোয়াক্কা না করে আমি হাঁ

হয়ে তাঁকে দেখছি। রোমে, ভেনিসে, মিলানে বাঙালির অভাব নেই শুনেছি। কিন্তু এই দূর মনেলিয়ায়? ইতালির জেনোয়া থেকেও ৫০ কিলোমিটার দূরের এই পাড়াগাঁয়ে দেশি ভাইয়ের দেখা পাব, ভাবিনি।

'না। না। মাছ রাইখেন আমার জন্য। শুঁটকি লাগবে আরও কিছু। বুঝছেন?...' খুব সাধারণ কথা। কী যে ভালো লাগল শুনতে। এই অল্প কদিনেই চারপাশে ফরাসি, ইংরেজি, ইতালিয়ান শুনতে শুনতে বাংলাভাষী লোকের জন্য মনটা এমন মুখিয়ে ছিল, কে জানত। মানুষটা কথা শেষ করে ফোন রাখলেন (মানুষটার নাম ভুলে গেছি)। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলাম। খানিক ক্লান্ত মুখশ্রীতে হাসি ফুটল। তখনই আবিষ্কার করলাম, তিনি একা নন। পাশে আরও একজন বাংলাদেশি ভাই আছেন। তরুণ নিজেই হাত এগিয়ে দিলেন। ভাইয়ের নাম? মুরাদ। কাজ সেরে ফিরছেন তাঁরা। মুরাদের পায়ে গামবুট। বুঝলাম, নিশ্চয়ই তাঁর কাজটা খুব সহজ কিছু নয়। তাই কী কাজ করেন, সেটা জিজ্ঞেস করার ঝামেলায় আর গেলাম না।

—দেশে যাওয়া হয়?

'যাই তো। এই তো এই বছর ঘুরে আসলাম। চিংকুয়ে তেরে। খুব সুন্দর। ঘুরে আসেন। ছুটির দিন হলে আপনার সঙ্গে চলে যেতাম।' বললেন মুরাদ।

'এখান থেকে ফ্লোরেন্স খুব কাছে। পিসার হেলানো টাওয়ার দেখতে পারবেন।' ওঁরা দুজন যেন আমাকে লোভ দেখাতে চাইলেন।

বললাম, 'থাক। পরের বার যাব। আপাতত চিংকুয়ে তেরে দেখেই আমি খুশি।'

ওঁরা দুজনে হাসলেন। সারল্যমাখা হাসি।

দেখতে না-দেখতে আমার স্টেশন চলে এসেছে। পরের ট্রেনটা কোন পাশে আসবে জানি না। দুই দেশি ভাই বারবার করে বুঝিয়ে দিলেন, 'ট্রেনটা কিন্তু বাম পাশে আসবে। খেয়াল রাখবেন। বুঝেছেন? এই যে বাম পাশে। কথা বলে ভালো লাগল।'

আমরা নেমে যাব। এরই মধ্যে তাড়াহুড়ো করে মুরাদ তঁার ইতালির ফোন নম্বর দিলেন, ‘ভাই, আপনার জন্য কিছু করতে পারলাম না। ইতালিতে কোনো বিপদ হলে অবশ্যই ফোন করবেন।’ পেছন থেকে মুরাদ বলে যাচ্ছেন। তাড়াহুড়োর মাঝেও তাঁর ফোন নম্বর নিলাম।

পরের ট্রেনের টিকিট কাটব। দূর থেকে দেখি দুই বাংলাদেশি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। ওঁরা চান না তাঁদের দেশের একটা মানুষ ভুল ট্রেনে উঠে বিপদে পড়ুক। হাত নেড়ে বোঝালাম, ‘সব ঠিক আছে। ভুল হবে না।’

ট্রেনটা শেষবারের মতো গা-ঝাড়া দিয়ে ফ্লোরেন্সের পথে ছুটল। টিকিট বুথে গিয়ে টিকিট কাটলাম। ‘ওরা কি তোমার দেশি লোক? তোমার দেশের লোক এখানেও আছে?’ এরিক জানতে চাইল। বললাম, ‘অবশ্যই। আমাদের দেশের লোক পৃথিবীর সবখানে আছে।’ কথাটা সত্যি কি না, জানি না। তবু বলে কেন যে বিচিত্র রকমের একটা গর্ববোধ হলো, বুঝলাম না।

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

প্রথম আলো ১৯৯৮ - ২০১৬